**ন্যাশনাল কোম্পানি লু ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা বেঞ্চ সমীপে**

দিপি (সিএএ) নং ১২৩/কোবি/২০২৫
যার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত
সিএ (সিএএ) নং ১৫৪/কোবি/২০২৫
কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ সম্পর্কিত বিষয়;
এবং
সম্পর্কিত বিষয় :
কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩-এর ধারা ৬৬ সহ পঠনীয় ২৩০ থেকে ২৩২ নং ধারা ও অন্যান্য প্রযোজ্য সংস্থান
এবং
সম্পর্কিত বিষয়:
**কারভুগুরির কন্ট্রাকশনস প্রাইভেট লিমিটেড** (টেনসেলি কোম্পানি, কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ১৯৫৬-এর অধীনে ১৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯ তারিখে গঠিত একটি কোম্পানি যার রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা: ৪৫এম ৮০এ, আচ্ছা টাওয়ার, ফ্লিট-১, আচলন এভিনিউ এক্সটেনশন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০১৬, পশ্চিমবঙ্গ, উপরোক্তের অফিসবেয়ারার)
CIN : U45201WB1999PTC245820
পান : AABCV1148G
ই মেল: vcphl2@gmail.com
এবং
সম্পর্কিত বিষয়:
**হিনাইমেঙ্গ ডিস্ট্রিবিউটার প্রাইভেট লিমিটেড** (টেনসেলি কোম্পানি), কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩-এর অধীনে ২৪ মার্চ, ২০১৪ তারিখে গঠিত একটি কোম্পানি যার রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা: সি-১, নিউ সিমাইটী রোড, আরাবনো বিল্ডিং, দ্বিতীয় তল, রেডেট্টী বাজার, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০০১৬, উপরোক্তের অফিসবেয়ারার)
CIN : U46909WB2024PTC272969
পান : AALCG4560F
ই মেল: greenimagelfp123@gmail.com
১. **কারভুগুরির কন্ট্রাকশনস প্রাইভেট লিমিটেড**
২. **হিনাইমেঙ্গ ডিস্ট্রিবিউটার প্রাইভেট লিমিটেড**
পিটিশনারগণ

**নোটিশ (সর্ব এনক্যুইরিজ)**

এতদ্বারা এই নোটিশ জারি করা হচ্ছে যে, কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩-এর ধারা ৬৬ সহ পঠনীয় ২৩০-২৩২ নং ধারাসহ **হিনাইমেঙ্গ ডিস্ট্রিবিউটার প্রাইভেট লিমিটেড** (টেনসেলে কোম্পানি) সহিত **কারভুগুরির কন্ট্রাকশনস প্রাইভেট লিমিটেড** (টেনসেলি কোম্পানি) এবং এদের নিজ নিজ শেয়ারহোল্ডার এবং ঋণদাতাদের সংযুক্তিকরণের স্কিম মঞ্জুরির জন্য উপরিউল্লিখিত পিটিশনারদের তরফে একটি পিটিশন পেশ করা হয়েছিল এবং ৫ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং উক্ত পিটিশনটি মাননীয় কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল কলকাতা বেঞ্চে **১২ সেপ্টেম্বর,** ২০২৫ তারিখে শুনানির জন্য নির্ধারিত হয়েছে।

উক্ত পিটিশনে কোনও ব্যক্তি সমর্থন বা বিরোধিতা করতে চাইলে নিজের নাম ও ঠিকানা সহ একটি হলফ করা হলফনামা দাখিল করে তাঁর অভিপ্রায় জানাতে হবে। আবেদনকারীর স্বার্থের সমর্থনে নোটিশ এই পিটিশনকারীদের প্রকৌসিলরের প্রয়োজনে এবং অনুমোদিত প্রতিনিধির সামনে এবংসাদের পাঠানোর মাধ্যে যেটি এই ওনোটিস নির্ধারিত করা হয়েছে তাঁদের অভ্যুদয়ের জন্য পিটিশনারদাদের প্রকৌসিলরের প্রয়োজনে এবং/বা অনুমোদিত প্রতিনিধি কাছে জমা পড়ে। কোনও ব্যক্তি এই পিটিশনের বিরোধিতা করতে চাইলে নিজস্ব ধরিতাউচি সহ বিরোধিতার কারণ উল্লেখ করে তাঁর আপত্তির সার সংক্ষেপ করে দেবেন। হলফনামা অথবা আবার দিয়ে যে কোনও ব্যক্তি নিজস্বকরণাধীন কাজ থেকে ওই পিটিশনের কপি সংগ্রহ করতে পারেন।

স্ব/- **জয়শ্রী হুসাইনান**
কোম্পানি সেক্রেটারি
উপরিউল্লিখিত পিটিশনারদাদের তরফে
৬, জগবন্ধুলাল দেবকে রোড, সিল্কা কাম্প্রাঙ্গনে, ফ্লোর ১৪, ক্রম নং ১৯০৭, কলকাতা-৭০০০১৪, পশ্চিমবঙ্গ
ফোন: jayshri_tulsyan@rediffmail.com
তারিখ: ০৪.০৯.২০২৫
স্থান: কলকাতা

Sonarpur Kanchanpur SHUS Ltd.
Vill-Sonarpur, PO : Kachipur
PS - Jaynagar, South 24 Pgs.
PIN-743373
Regn No. 02104 Pgs (R)
NOTICE (statutory publication of draft and final voter list)
As mentioned in the society bye-laws and relevant rules, during office hours regarding draft voter list for publication on 04.09.2025 and for publication on 25.09.2025 at 3 PM.
Sd/-
Secretary Chakraborty
Sonarpur Shuhi
4/9/25

**বিজ্ঞপ্তি**

● আমার মক্কেল শর্বরী মণ্ডল, স্বামী নিরাঞ্জন মণ্ডল, সাং-মহিষা মহলদপুর, পোঃ-কুমড়া কাপিপুর, হাবড়া, উঃ ২৪ পরগণা, কৃষ্ণদাস দেবনাথ, দেবদাস দেবনাথ, কল্যাণ দেবনাথ, কমলেশ দেবনাথ, শিবু দেবনাথ, পক্ষে নিযুক্তিঃ 1012/2024 আমমোক্তারনামা দলিল সূত্রাস্থ দেবনাথ, নিতাই দেবনাথ এর নিকট থেকে DSR-1 বারাসাত রেজিষ্ট্রিকৃত মৌজা-মহিষা মহলদপুর, JL-132, খতিয়ান 386, 750, 791 দাগ 3004 মোট ৬.৬০ শতক জমি দলিল নং 1734/2025 ক্রয় করে নামপত্তনের আবেদন করেন। এবিষয়ে কাহারো আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১ মাসের মধ্যে BL & LRO হাবড়া-১ এর নিকট জানাতে পারেন।

**AMAL KUMAR BISWAS**
**Advocate**
**Barasat Judges Court**

● আমার মক্কেল সুশান্ত কুমার ঘোষ, পিতা অমর ঘোষ, শিবা ঘোষ, স্বামী সুশান্ত কুমার ঘোষ, সাং-নারায়নকাঠী, পোঃ-পৃথিবা, হাবড়া, উঃ ২৪ পরগণা, অজিত কুমার পাল পক্ষে নিযুক্তীয় বুক (IV) 19/2013 আমমোক্তারনামা দলিল গোবিন্দ কুমার দে এর নিকট থেকে ADSR হাবড়া রেজিষ্ট্রিকৃত মৌজা-হাঁচুবাথা JL-78, খতিয়ান 956, দাগ 1275 মোট ৪.১২৫ শতক জমি দলিল নং 1818/2025 ক্রয় করে নামপত্তনের আবেদন করেন। এবিষয়ে কাহারো আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১ মাসের মধ্যে BL & LRO হাবড়া-১ এর নিকট জানাতে পারেন। অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হবে।

**AMAL KUMAR BISWAS**
**Advocate**
**Barasat Judges Court**

● আমার মক্কেল নন্টু কামার যোষ 1214 দলিলে 2 শতক জমি ক্রয় করেন। দাতা- মায়া মণ্ডল, আমমোক্তার-জয় পোদ্দার, শিবু দে POWER-143, 439 Sonarpur মৌজা-ভবানীপুর, খতিয়ান-364 মিউটেশনের আবেদন করেছেন, কারোর আপত্তি থাকলে Sonarpur B.L.R অফিসে যোগাযোগ করুন।

**RAJA DEY, Advocate**

**কর্মখালি**

● WANTED Research Associate w.r.t. Adv No. DR/S-1759(NG)/25/243 dt. 02.09.25 applications are invited for one Research Associate. For details visit: www.bckv.edu.in

**বিজ্ঞপ্তি**

● মোকাম হুগলী ডিট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, শ্রীরামপুর
২০২৫ সালের ৪২ নং প্রবেট কেস
১) শ্রী প্রবীর আদক ওরফে প্রবীর কুমার আদক, ২) শ্রী সমীর আদক, উভয়ের পিতা- স্বর্গীয় পরিক্ষিত আদক ওরফে পরিক্ষিত চন্দ্র আদক, সাকিম নং (১) গ্রাম বেলেডাঙ্গা, চাইপাড়া, আনক পাড়া, পোষ্ট অফিস এবং পুলিশ ষ্টেশন- চন্ডীতলা, সাব- ডিভিশন- শ্রীরামপুর, জেলা- হুগলী, পিন কোড- ৭১২৭০২ নং (২) গ্রাম- বেলেডাঙ্গা, পোষ্ট অফিস এবং পুলিশ ষ্টেশন চন্ডীতলা, সাব-ডিভিশন- শ্রীরামপুর, জেলা- হুগলী, পিন কোড- ৭১২৭০২
... দরখাস্তকারীগণ
এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, অধুনা মৃত পরিক্ষিত আদক ওরফে পরিক্ষিত চন্দ্র আদক, পিতা- স্বর্গীয় পাঁচকড়ি আদক, সাং- গ্রাম- বেলেডাঙ্গা, পোষ্ট অফিস এবং পুলিশ ষ্টেশন- চন্ডীতলা, সাব-ডিভিশন- শ্রীরামপুর, জেলা- হুগলী, পিন কোড- ৭১২৭০২, গত ইংরাজী ০৪/১০/২০০৫ তারিখে সম্পাদিত একখানা উইলপত্রের দ্বারা তাহার ত্যক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি অত্র দরখাস্তকারীগণকে দিয়া যান। পরিক্ষিত আদক ওরফে পরিক্ষিত চন্দ্র আদক গত ইংরাজী ১৯/০৭/২০১৭ তারিখে পরলোকগমন করিয়াছেন। দরখাস্তকারীগণ উক্ত উইলের প্রবেট লইবার জন্য অত্র প্রবেট কেস দাখিল করিয়াছেন। উহাদের প্রবেট অর্ডার পাইবার পক্ষে কাহারও কোন প্রকার আপত্তি থাকিলে তাহা কার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে অত্র আদালতে স্বাং বা উপযুক্ত ব্যক্তির দ্বারা হাজির হইয়া কারণ দর্শাইবেন, নচেৎ একতরফা শুনানী হইবে।

**SCHEDULE-'A'**

ALL THAT piece and parcel of Suna and Pukur Par Land measuring an area 11 Satak, situates at L.R. Plot No. 929, 914, 276 of Mouza- Gobra, J.L. No. 92, under P.S.- Chandilata, District- Hooghly, under Barjhatty Gram Panchayat and a Suna Land measuring an area 98 Satak, situates at L.R. Plot No. 14 and 15 of Mouza-Kalipur, J.L. No. 99, under P.S.- Chanditala, District- Hooghly, under Garal Gacha Gram Panchayat and a Suna Land, measuring an area 06 Satak, situates at L.R. Plot No. 1357 of Mouza Beledanga, J.L. No. 91, under P.S.- Chanditala, District-Hooghly, under Barijhatty Gram Panchayat.

**আদালতের আদেশানুসারে**
**সমীর চক্রবর্ত্তী, ২৪/০৮/২৫**
**সেরেস্তাদার**
**ডিষ্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত,**
**শ্রীরামপুর, হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ**

**উত্তমকুমার স্মৃতিরক্ষা কমিটির উদ্যোগে ভবানীপুর লেডিস পার্কে মহানায়ক উত্তমকুমারের ১০০তম জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠানে সাংসদ মালা রায়। রয়েছেন সাংসদ সুব্রত বক্সি, রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার, মেয়র পারিষদ বৈশ্বানর চ্যাটার্জি-সহ বিশিষ্টরা। বুধবার। ছবি: বিজয় সেনগুপ্ত**

# বাংলায় ডিটেনশন ক্যাম্প নয়

● ১ পাতার পর

করা ভারতে ঢুকবে, কীভাবে ঢুকবে, কী নথি থাকলে তবেই ঢুকতে পারবেন, সে-সব বিষয়ে ভারত সরকারের হাতে কী কী ক্ষমতা থাকবে, তা এই অভিযানের আইনেই স্পষ্ট। এই আইনের ৩৩ নম্বর ধারায় সরকারকে প্রচুর ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। পরিস্থিতি ও প্রয়োজন মতো গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এই আইনের বিভিন্ন ধারায় যা বলা আছে, তাতে কেন্দ্রীয় সরকার রদবদল করতে পারবে। সেই আইনের বলেই মোদি সরকারের এই সিদ্ধান্ত।

তথ্যাভিজ্ঞ মহলের বক্তব্য, এই বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে অনুপ্রবেশকারীরা 'ফরেনার্স অ্যাক্ট'-এর অধীনস্থ হওয়া থেকে রেহাই পেয়ে 'শরণার্থী' হয়ে গেলেন। এই বিজ্ঞপ্তি নাগরিকত্বের প্রাথমিক পর্ব বললে ভুল হবে না।

এদিকে অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা জানিয়েছেন, জাতীয় নাগরিকত্ব সংশোধন আইনে অসমে ১২ জন আবেদন করেছেন। নাগরিকত্ব পেয়েছেন মাত্র দু'জন। সিআরপিসিসির অভিযোগ, ক্যা যে আসলে 'ভাঁওতা', এটা বুঝেছেন অসমের বাঙালিরা। বিরোধী দলনেতা দেবব্রত খইকিয়া ক্যা-র বিরুদ্ধে আন্দোলনের জন্য ছাত্র সংগঠন আসুকে চিঠি দিয়েছেন। সামনে অসম ও বাংলার নির্বাচন। তার আগে মোদি সরকারের এই উদ্যোগ কেন, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। বলা হচ্ছে, অসমে হিন্দু বাঙালিদের মধ্যে তীব্র আশঙ্কা ও ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। নির্বাচনে তার প্রভাব যাতে না পড়ে, সেই লক্ষ্যেই নাকি এই প্রয়াস। বাংলাদেশ থেকে আসা হিন্দুদের রক্ষা করতেই এই বিজ্ঞপ্তি।

# ব্যবসা, কর্মসংস্থানে দেশীয় অ্যাপ

**আজকালের প্রতিবেদন**

দেশের মধ্যে প্রথম সম্পূর্ণ ভারতীয় প্রযুক্তিতে তৈরি করা হল 'রুএরা অ্যাপ'। এই অ্যাপ এমন একটি স্ন্যাটফর্ম যেখানে সোশ্যাল মিডিয়া, ই-কমার্স এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ পাবেন গ্রাহকরা। বিভিন্ন ছোট ব্যবসায়ী ও ভিন্ন পেশার মানুষ এই অ্যাপ ব্যবহার করে তাঁদের ব্যবসার উন্নতি করতে পারবেন। বাড়ির কাছাকাছি কাজ খুঁজে পেতেও এই অ্যাপ সাহায্য করবে। সেই সঙ্গে এখানে নিরাপদে বার্তা আদানপ্রদান করা যাবে। স্বাধীনতা দিবসের দিন দিল্লিতে আনুষ্ঠানিক ভাবে এই অ্যাপ চালু করা হয় ভারতে। এই নিয়ে বুধবার কলকাতা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক বৈঠক করেন অ্যাপ কর্তৃপক্ষ। রুএরা-র সহ প্রতিষ্ঠাতা মনীশ শর্মা জানান, আমাদের অ্যাপ সম্পূর্ণ ভারতীয় অ্যাপ। কোনও বিদেশি বিনিয়োগ নেই। এই অ্যাপ ভারতের অর্থনীতির উন্নতি করতে সাহায্য করবে। এটি ব্যবহার করলে নাগরিকদের তথ্য বিদেশে বিক্রি হয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটবে না। এদিন সাংবাদিক বৈঠকে ছিলেন রুএরা-এ সহ-প্রতিষ্ঠাতা অবধেশ কুমার, বোর্ড সদস্য অঞ্জলি পান্ডে, সুজয় ঘোষ ও অবিনাশ পান্ডে।

**সাংবাদিক বৈঠকে রুএরা-র সহ প্রতিষ্ঠাতা মনীশ শর্মা, সহ-প্রতিষ্ঠাতা অবধেশ কুমার, বোর্ড সদস্য অঞ্জলি পান্ডে, সুজয় ঘোষ, অবিনাশ পান্ডে। বুধবার, কলকাতা প্রেস ক্লাবে।**

# শিক্ষাঋণের চাহিদা কমছে

## ব্যাঙ্ক-সহ বহু প্রতিষ্ঠান চিন্তায়

**আজকালের প্রতিবেদন**

আমেরিকা-সহ পশ্চিমের বেশ কয়েকটি দেশে সম্প্রতি স্টুডেন্টস ভিসা নিয়ে কড়াকড়ি চালু হয়েছে। ফলে ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার জন্য ভারতীয় পরিবারগুলি বিদেশে এখন অনেক কম টাকা পাঠাচ্ছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে, ২০২৫ সালের প্রথম ৬ মাসে এই টাকা পাঠানো হয়েছে গত সাত বছরের মধ্যে সবচেয়ে কম। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তথ্য বলছে, এবছর জানুয়ারি থেকে জুনের মধ্যে বিদেশে পাঠ্যরত পড়ুয়াদের জন্য পাঠানো হয়েছে ১১ কোটি ৬০ লক্ষ ডলার। এটা গত বছরের তুলনায় ২২ শতাংশ কম। ২০১৮ সাল থেকে ধরলে বছরের প্রথম ৬ মাসে এত কম টাকা আর পাঠানো হয়নি। এর মানে বাইরে পড়তে যাওয়ার জন্য ব্যাঙ্কের শিক্ষাঋণের চাহিদা কমছে। ফলে মার খাচ্ছে তাদের ব্যবসা। সরাসরি মার খাচ্ছে ব্যাঙ্কগুলি। কারণ আর বেশি এডুকেশন লোনের দরকার পড়ছে না। নন-ব্যাঙ্কিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকেও শিক্ষাঋণের পরিমাণ কমছে। এটাই উদ্ভিদ ফেলেছে ব্যাঙ্ক এবং নন ব্যাঙ্কিং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে।

# অসমে ভাঙন বিজেপিতে

**আজকালের প্রতিবেদন**

অসমে '২৬-এর বিধানসভা ভোটের আগে বিজেপিতে ভাঙন শুরু। বুধবার তিনবারের বিধায়ক বিনন্দ শইকিয়া ও বিজেপির প্রভাবশালী নেতা মনসিং রাংপি বিজেপি ছেড়ে কংগ্রেসে যোগদানের কথা ঘোষণা করেছেন। তাঁরা দু'জনেই মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মার বিরুদ্ধে দুর্নীতি থেকে শুরু করে এক ঝাঁক অভিযোগ করেছেন। বিজেপির জোটসঙ্গী অসম গণ পরিষদ নেতা সত্যব্রত কলিতাও দল ছাড়ছেন বলে জানা গিয়েছে। উল্লেখ্য, বাংলার সঙ্গেই '২৬-এ অসম বিধানসভার নির্বাচন।

# জীবন, স্বাস্থ্যবিমায় উঠল জিএসটি

● ১ পাতার পর

প্রথম দিন থেকে অর্থমন্ত্রীর উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রী বলে আসছিলেন, বিমার প্রিমিয়ামের হার ধার্য করা একটি নিষ্ঠুর পদক্ষেপ, জনবিরোধী এবং এই সিদ্ধান্ত সাধারণ মানুষের পরিবারের স্বাস্থ্য সুরক্ষিত করার পরিপন্থী। বিপদের সময়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে সম্ভট গভীরতর করে তোলে এই সিদ্ধান্ত। দলের বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, 'চাপের সামনে অবশেষে মাথা নত করল নরেন্দ্র মোদি সরকার। এই প্রত্যাহার প্রমাণ করে যে, উদ্বিগ্ন হলে তবেই বিজেপি পদক্ষেপ করে। যে-কোনও ধরনের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করব সংসদে, রাস্তায় এবং মানুষের মধ্যে।'

তবে এদিন জিএসটি কাউন্সিলের বৈঠক সর্বসম্মত ভাবে নতুন কর-কাঠামো অনুমোদন করলেও, এর ফলে রাজ্যগুলির রাজস্ব ঘাটতি পূরণের দাবি তোলে পশ্চিমবঙ্গ, কর্ণাটক, কেরল প্রভৃতি রাজ্য। কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী ক্ষে সিদ্ধারামাইয়া, বাংলার অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য এই ঘাটতি বাবদ ক্ষতিপূরণের দাবি জানালেও সীতারামন তা মেনে নেননি। এদিনের বৈঠকে রাজ্যের অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন রাজ্যগুলির রাজস্ব কমে যাওয়া নিয়ে। সূত্রের দাবি, তিনি দাবি করেছেন যাতে এই বিষয়ে পদক্ষেপ করা হয়। কারণ তিনি যুক্তি দিয়েছেন, রাজ্যগুলির রাজস্ব-ক্ষতি হবে এবং তার প্রভাব পড়বে সাধারণ মানুষের ওপর। বিরোধী-শাসিত অন্যান্য রাজ্যও তাঁর এই দাবিকে সমর্থন করেছে বলে সূত্রের দাবি। জানা গিয়েছে, এই বিষয়ে আজকের বৈঠকে কোনও সদুত্তর মেলেনি কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে। পরে সাংবাদিক বৈঠকে বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সীতারামন বলেন, 'এই রাজস্ব ঘাটতির ৫০ শতাংশ কেন্দ্রকে বহন করতে হবে। বাকি ৫০শতাংশ ঘাটতির দায় সব রাজ্যকেও নিতে হবে।'

সীতারামন জানান, পুরনো কাঠামোর ২৮ শতাংশের ধাপে থাকা পণ্য মূলত ১৮ শতাংশে নেমেছে। তামাকজাত পণ্য ও বিলাসবহুল গাড়ি, ৩৫০ সিসি-র বেশি ক্ষমতাসম্পন্ন মোটরসাইকেল ও কার্বোনেটেড আলকোহল-হীন পানীয় প্রভৃতিকে বিলাস সামগ্রী হিসেবেই ধরা হয়েছে। এই পণ্যগুলির ওপর ২৮ শতাংশ থেকে ৪০ শতাংশ কর বসানো হয়েছে। তাঁর দাবি, এই নতুন কর-কাঠামো সার্বিক ভাবে সাধারণ মানুষ, কৃষক, ছোট, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের সাহায্য হবে। তাঁরা উপকৃত হবেন।

১২ শতাংশের ধাপে থাকা প্রায় সব পণ্যই ৫ শতাংশের ধাপে নামিয়ে আনা হয়েছে। শূন্য করের আওতায় আনা হয়েছে বেশ কিছু পণ্যকে। এই নতুন কাঠামোয় ৩৩টি জীবনদায়ী ওষুধকে করমুক্ত করা হয়েছে। ক্যানসারের কয়েকটি ওষুধও এখন করমুক্ত। ১২ বা ১৮ শতাংশে থাকা ওষুধ ৫ শতাংশে নামিয়ে আনা হয়েছে বলে জানান অর্থমন্ত্রী। জিএসটি কাউন্সিলের এদিনের সিদ্ধান্তের ফলে দাম কমতে চলেছে ফিডিং বোতল, কাপেট, ছাতা, সাইকেল, বাসনপত্র, আসবাব, পেন্সিল, পাটি ও তাঁতজাত পণ্য। বেশ কিছু বৈদ্যুতিন সামগ্রী, কৃষি-সরঞ্জামের দামও কমতে চলছে।

# ভূমিকা নেই রাজ্যপালের

● ১ পাতার পর

বুধবার তিন বিরোধী শাসিত রাজ্য— পশ্চিমবঙ্গ, কর্ণাটক, হিমাচল প্রদেশের আইনজীবীরা আদালতে জানান, আইন প্রণয়নে রাজ্যপালদের কোনও ভূমিকা নেই। তাঁরা কেবল নামমাত্র প্রধান।

এদিন সুপ্রিম কোর্টে পশ্চিমবঙ্গ, কর্ণাটক, হিমাচল প্রদেশ সরকারের আইনজীবীরা সওয়াল করেন। আদালতে তাঁরা জানান, সাংবিধানিক কার্যকারিতায় রাজ্যপালকে বাধা হয়ে দাঁড়ানোর ফাঁদে আদালত যেন না পড়ে। রাজ্যগুলিকে পুরসভার মতো দেখা যাবে না। পশ্চিমবঙ্গের হয়ে কপিল সিবাল বলেন, 'এমন দাবি পরিস্থিতি তৈরি না করে, যেখানে রাজ্যপাল সংবিধানের পথে অন্তরায় হন।' সংবিধানকে 'একটি জীবন্ত দলিল' আখ্যা দেন সিবাল এবং বলেন, 'রাজ্যপাল যদি বিলে সম্মতি না দিয়ে ঝুলিয়ে রাখেন, তা হলে সেটা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরোধী। আদালত এবিষয়টি স্পষ্ট করে বলুক।' রাজ্যপাল বিল আটকে দেওয়ায় সংবিধান অকার্যকর হয়ে পড়ছে বলে সওয়াল করেন সিবাল। কর্ণাটকের হয়ে গোপাল সুব্রহ্মণ্যম আদালতে বলেন, 'কেন্দ্রের যুক্তি আসলে মন্ত্রিসভাভিত্তিক শাসন-ব্যবস্থা ও বিধানসভার প্রতি দায়বদ্ধতাকে খর্ব করা— যা সংবিধানের মূল কাঠামোর অংশ।' দীর্ঘদিন পর আদালতে আইনজীবীর ভূমিকায় দেখা যায় কংগ্রেস নেতা ও প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আনন্দ শর্মাকে। হিমাচলের হয়ে আদালতে সওয়াল করে তিনি বলেন, 'সংবিধানের ক্ষেত্রে আদালতই চূড়ান্ত ব্যাখ্যাকার এবং এটাই ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের শক্তি। রাজ্যপালরা ভাইসরয় বা গভর্নর-জেনারেল নন।' তিনি যুক্তি দেন, 'রাজ্যপালরা মন্ত্রী পরিষদের সাহায্য এবং পরামর্শের দ্বারা আবদ্ধ। রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপালের আইনসভার অধিবেশন আহ্বান করার ক্ষেত্রেও কোনও ভূমিকা নেই।'

**নাম/পদবি পরিবর্তন**

● আমি, SATHI MANDAL, W/O-TAPAN MANDAL, D/O-BISWAJIT BISWAS, RESIDING AT VILL-THAKURPALLY, P.O & P.S-BANGAON, DIST-NORTH 24 PARGANAS, PIN-743235 WEST BENGAL, আমার পিতা বাংলাদেশে BISWAJIT BISWAS নামে পরিচিত ছিল, যাহা বাঘাইপাড়া জেলার আল্লাইপুর মৌজায় জমির পর্চায় উল্লেখিত, ভারতবর্ষে ভুল বসত আমার প্যান কার্ডে পিতার নাম হয়েছে BISWAJIT MANDAL, প্যান নং DVPPM0566J, গত ০৩/০৯/২৫ তারিখে বারাসাত কোর্টে ৬১০ নং নোটারী বলে আমার পিতার সঠিক নাম হয়েছে BISWAJIT BISWAS, এখন BISWAJIT BISWAS ও BISWAJIT MANDAL এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। উপরিক্ত উপযুক্ত নাগরিকত্ব সার্টিফিকেটের জন্য প্রযোজ্য।

● আমি, TAPAN MANDAL, S/O-LATE BIREN MANDAL, Residing at Vill-Thakurpally, P.O & P.S- Bangaon, Dist-North 24 Parganas, Pin-743235, West Bengal. আমার আধার কার্ডে পিতার নাম হয়েছে BIREN MANDAL, আধার নং 435230446189, আমার পিতা বাংলাদেশে BIRENDRA NATH MANDAL নামে পরিচিত ছিল, যাহা যশোর জেলার বিপত্তেজানী মৌজায় জমির পর্চায় উল্লেখিত, গত ০৩/০৯/২৫ তারিখে বারাসাত কোর্টে ৬০৯ নং নোটারী বলে আমার পিতার সঠিক নাম হয়েছে BIREN MANDAL, এখন BIREN MANDAL ও BIRENDRA NATH MANDAL এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। উপরিক্ত বিজ্ঞাপনটি নাগরিকত্ব সার্টিফিকেটের জন্য প্রযোজ্য।

**বিজ্ঞপ্তি**

● জেলা জজ কোর্ট, বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগণা
মিস কেস নং ৩৩/২০২৫
(অ্যাডাপশন)
দরখাস্তকারি: ১) শ্রী মহারাজা ভট্টাচার্য্য, পিতা- জয়ন্ত ভট্টাচার্য্য, ২) দেয়েল চৌধুরী ভট্টাচার্য্য, স্বামী- মহারাজা ভট্টাচার্য্য, উভয়ের সাং- ফ্ল্যাট ১এ, লাবন্য এ্যাপার্টমেন্ট, শিবতলা, রাজারহাট, কোলকাতা- ৭০০১৩৫।
এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, উক্ত দরখাস্তকারি একই ঠিকানায় ''দৈভিক নন্দী''-কে দত্তক লইবার অনুমতি পাইবার জন্য উপরোক্ত আদালতে মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছে। ইহাতে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে তাহা আদালতে দাখিল করিবেন, অন্যথায় আইন মোতাবে আসিবে।

**অনুমত্যানুসারে**
**নীমা লামা, সেরেস্তাদার**
**জেলা জজ কোর্ট, বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগণা**

● আমার মক্কেল শ্রী রাকেশ দাস, পিতা- শ্রী লক্ষ্মী নারায়ণ দাস, তারিখ- ১৮/০২/২০০৮, এ.ডি.এস.আর-বারাসাত রেজিষ্ট্রীকৃত দলিল নং ০০৮৫৩ মূলে জমি খরিদ করে, সঙ্গে চেন দলিল নং- ৩১০৭/১৯৯৭, ৩৬৯২/২০০২ ও একটি আমমোক্তার নং- ২৫৬, তারিখ- ১০/০৭/১৯৯৬ যাহা (কল্যান কুমার মোদক) নামীয়, মৌজা- কাঠোর, জে.এল. নং ৭২, দাগ নং ২১৯, খতিয়ান নং ৩১৪, জমির পরিমাণ- ৪.৩৭ শতক, কারুর অভিযোগ থাকিলে বারাসাত B.L. & L.R.O-১ অফিসে যোগাযোগ করিবেন অন্য তারিখ হইতে ১ মাসের মধ্যে।

**(রিমা খাতুন) এ্যাডভোকেট**
**বারাসাত ডিষ্ট্রিক্ট কোর্ট**

**ফর্ম 'জি'**
**নুবিট প্রপার্টিজ প্রাইভেট লিমিটেড-এর নিমিত্ত আয়ুত্ত প্রকাশের জন্য আমন্ত্রণ**
**১, কস্তুরবা গান্ধী মার্গ, নতুন দিল্লি, ভারত-১১০০০১ ঠিকানায়**
**রিয়েল এস্টেট সেক্টরে কারবার পরিচালনাকারী**
**[ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্সি কোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রসেস অব কর্পোরেট পার্সন) রেগুলেশনস, ২০১৬-এর রেগুলেশন ৩৬এ মার-রেজুলেশন (১) ও (৪এ) অধীনে]**

| ক্রম | প্রয়োজনীয় তথ্যাদি | |
|---|---|---|
| ১ | কর্পোরেট কার্যাবলির নাম, প্যান ও সিআইএন/এলএলপি নং | নুবিট প্রপার্টিজ প্রাইভেট লিমিটেড CIN: U45201DL2004PTC130198 PAN: AABCE4526H |
| ২ | রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা | ১, কস্তুরবা গান্ধী মার্গ, নতুন দিল্লি, ভারত-১১০০০১ |
| ৩ | ওয়েবসাইটের ইউআরএল | উপলব্ধ নয় |
| ৪ | সিআরপি স্থায়ী পরিসম্পদ যেখানে অবস্থিত, সেই স্থানের বিশদ বিবরণ | ১, কস্তুরবা গান্ধী মার্গ, নতুন দিল্লি, ভারত-১১০০০১ |
| ৫ | মূল পণ্য/পরিষেবার কার্যপরিধি | প্রযোজ্য নয় |
| ৬ | যেসব ঘনিষ্ঠতা নিষ্ক্রিয় মূল পণ্য/পরিষেবার পরিমাণ এবং ঘনিষ্ঠতা | উপলব্ধ নয় |
| ৭ | একীভূতকরণের সংখ্যা | উপলব্ধ নয় |
| ৮ | ফর্মের উপাত্ত যুক্ত বেসরকার অফিস নিগুহি (ভেরিফিকেশন), কলকাতাতের তালিকা যে ইউআরএলে পাওয়া যাবে: | https://drive.google.com/drive/folders/1NvyNqBigWy-wmBg8zFYoWONiUYCf-u?usp=sharing |
| ৯ | উক্ত রেগুলেশন ২৫১(২)(বি) ধারাবিধান রেজোলিউশন ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন যে ইউআরএলে পাওয়া যাবে: | https://drive.google.com/drive/folders/1NvyNqBigWy-wmBg8zFYoWONiUYCf-u?usp=sharing |
| ১০ | একজেশন দাবি ইতোমধ্যে প্রাপ্তির শেষ তারিখ | ১৯.০৯.২০২৫ (৩৪.০৯.২০২৫ থেকে ১৪ দিন) |
| ১১ | সম্ভাব্য রেজোলিউশন আবেদনকারীদের প্রা